বজায় রাখে—তারা এই নতুন বর্গভুক্ত হলেন। মেয়েদের এই নতুন বর্গভুক্ত হওয়ার ফলে দেখা গেল পঞ্জাবের মত এলাকায়, যেখানে মেয়েদের শ্রমিক হিসেবে নথিবদ্ধ হওয়ার হার খুবই কম ছিল, কোড ৯৩-এর অন্তর্ভুক্ত কাজে নিযুক্ত মহিলাদের হার সেখানে অনেক উঁচু। যদি সরকারি পদ্ধতিতে স্বীকৃত শ্রমিক আর এই নতুন বর্গের অ-শ্রমিকদের সংখ্যা একসঙ্গে হিসেব করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে এই সব এলাকায় নারী শ্রমিকদের সংখ্যা দক্ষিণের নারী শ্রমিকদের সংখ্যার সঙ্গে খুব ভালোভাবেই পাল্লা দিতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে মেয়ে শ্রমিকদের সংখ্যার এই আপাত পার্থক্য তাই চারপাশের জীবনের বাস্তব সত্যিটাকে তুলে ধরে না। বরং এই পার্থক্যের মধ্যে দিয়ে মেয়েদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃত কাজে অংশগ্রহণ আর বিনে পয়সার কাজে অংশগ্রহণ করার মাঝখানের ব্যবধানটাই ফুটে ওঠে।

কী ভাবে ঠিক হয় কোন কাজটা 'মেয়েলি' আর 'অদক্ষ'?

যদিও মেয়েদের কাজের চরিত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলে যায়, পুরুষ আর মেয়েদের কাজের মধ্যে কিছু পার্থক্য কিন্তু সর্বত্রই পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। সব জায়গাতেই মেয়েদের শ্রমকে পুরুষদের শ্রমের থেকে আলাদা আর ছোট করে দেখার জন্য সমাজ কয়েকটা পদ্ধতি ব্যবহার করে। সেই জন্যে 'মেয়েলি কাজ' বা কাজের 'নারীকরণ' কথাগুলো সারা দুনিয়া জুড়েই শোনা যায়।

১। সব শিল্পেই যে কাজগুলো করতে দক্ষতা বেশি লাগে সেগুলো পুরুষদের দেওয়া হয় ও মেয়েদের জন্য অদক্ষ কাজগুলো চিহ্নিত করা হয়। যেমন, রেডিমেড

জামাকাপড়ের শিল্পে মেয়েরা শ্রমিকদের একটা বিশাল অংশ হলেও, কাপড় কাটা বা ডিজাইন করার কাজগুলো তারা খুব কমই পায়। তারা সাধারণত সেলাই মেশিন চালায় বা বোতাম লাগায়।

২। উলটো দিক থেকে এটাও বলা যায় যে কোনটা দক্ষ আর কোনটা অদক্ষ কাজ সেটা আবার ঠিক হয় কোন কাজটা ছেলেরা আর কোন কাজটা মেয়েরা করে তাই দিয়ে। যেমন, ধান রোয়া আর আগাছা নিড়ানোর কাজে প্রচুর দম আর বিচারশক্তির প্রয়োজন হয়, কিন্তু এই কাজগুলো মেয়েরা করে বলে পুরুষরা যে লাঙল চালানোর কাজটা করে তার তুলনায় মেয়েদের কাজটা অদক্ষ আর কমদামী কাজ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়।

৩। লক্ষ করে দেখা গেছে যে যখন কোনো একটি কাজ মেয়েদের কাজ বলে পরিচিত হয়ে যায়, তার সামাজিক ও বাণিজ্যিক মূল্য কমে যায়। সোভিয়েত রাশিয়া আর আমেরিকায় ডাক্তারদের আয়ের পার্থক্যটা দেখলেই গল্পটা বোঝা যাবে। রাশিয়ায় ডাক্তারিটা মেয়েদের কাজ হিসেবে পরিগণিত হতো বলে তার থেকে রোজগার হতো কম। আর আমেরিকায় যেহেতু ডাক্তারিটা পুরুষদের প্রায় একচেটিয়া ছিল, সেখানে ডাক্তারদের রোজগার ছিল অনেক বেশি।

৪। সাধারণত পুরুষ আর নারী আলাদা আলাদা শিল্পে কাজ করেন অথবা কোনো কোনো শিল্প পুরুষ শ্রমিকের চেয়ে মেয়ে শ্রমিক নিয়োগে বেশি উৎসাহী হয়। বয়নশিল্প, রেডিমেড পোশাক, খেলনা, খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি শিল্পকে মেয়েদের শ্রমের উপযুক্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। পাশাপাশি ইস্পাত, গাড়ি তৈরি ইত্যাদি শিল্পকে ছেলেদের কাজের উপযুক্ত বলে মনে করা হয়।

৫। যে শিল্পগুলোতে মেয়েরা কাজ করেন, সাধারণত সেখানে শ্রমিক প্রতি মূলধনের খরচ অনেক কম হয়। আবার যখন এই শিল্পগুলোর 'আধুনিকীকরণ' ঘটে, উন্নত মানের যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে বেশি মূলধন ঢালা হয়, তখন দেখা যায় মেয়ে শ্রমিকের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। চালকল থেকে শুরু করে তুলো বা পাটশিল্পে এই ধরনের ঘটনা লক্ষ করা গেছে। তাছাড়া, অনুন্নত যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করলে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতাও কম থাকে; ফলে মালিকদের পক্ষে মেয়েদের কম মজুরি দেওয়ার অভ্যাসের সাফাই গাওয়া সহজ হয়।

৬। মেয়েদের গড় মজুরি পুরুষদের চেয়ে অনেকটাই কম হয়। এটা সব দেশ সম্পর্কেই সত্য। আমেরিকার বিষয়ে সাম্প্রতিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে সে দেশে মেয়েদের মজুরির জাতীয় গড় পুরুষদের মজুরির জাতীয় গড়ের ৬০ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশ। আমাদের দেশের কৃষিক্ষেত্র, যেখানে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মেয়ে শ্রমিক

আমার বয়স ২৫। প্রতিদিন দশ ঘন্টা সিমেন্ট কারখানায় কাজ করি।
মজুরি দিনে ৬০ টাকা।

আমার বয়স ২৫। প্রতিদিন দশ ঘন্টা সিমেন্ট কারখানায় কাজ করি।
মজুরি দিনে ৮০ টাকা।

নিযুক্ত, সেখানে ১৯৯৯-২০০০ সালে হিসেব করে দেখা গেছে যে মেয়েদের গড় মজুরি ছেলেদের গড় মজুরির ৭০ শতাংশেরও কম।

৭। সাধারণত মেয়েদের একঘেয়ে আর কম দক্ষতার কাজগুলো দেওয়া হয়। ফলে উৎপাদনের মানের স্বার্থে মেয়ে-শ্রমিকদের সঙ্গে কোনো পেশাদারি সম্পর্ক তৈরি করাটাকে মালিকরাও জরুরি মনে করে না। মেয়ে শ্রমিকদের 'আজ নিয়োগ কাল ছাঁটাই' নিয়মের শিকার হতে হয়, চাকরির নিরাপত্তা অধিকাংশ মেয়েই পায় না।

আমরা আগেই দেখেছি যে মেয়ে শ্রমিক আর ছেলে শ্রমিকদের কাজের মধ্যে এই বৈষম্য দুটি লিঙ্গের মানুষদের আলাদা আলাদা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয় না। আসলে এই বৈষম্য একটি সামাজিক নির্মাণ। সমাজে মেয়েদের শ্রমকে ছেলেদের শ্রমের তুলনায় ছোট করে দেখা হয় বলেই কাজের বাজারে সেই মনোভাবের প্রতিফলন পড়ে। তার ফলে মেয়েদের জন্য সেই কাজগুলো বরাদ্দ হয় যেগুলো একঘেয়ে বা ছেলেরা করতে চায় না।

কাজের 'নারীকরণ' ব্যাপারটা কী?

বিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছরে তাইল্যাণ্ড, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনস, যে ধরনের দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে নতুন শিল্পশক্তি হয়ে ওঠে, তার সঙ্গে 'মেয়েলি কাজ' বা 'কাজের নারীকরণ' বিষয়ক দুনিয়া-জোড়া প্রায় একই ধরনের ধারণার উত্থানের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এই দেশগুলোর দ্রুত উত্থানের কারণ ছিল উন্নত বিশ্বের কিছু বহুজাতিক সংস্থা সেখানে রফতানিমুখী শিল্পে বড় ভাবে বিনিয়োগ করে। এই শিল্পগুলোর কাজ ছিল গোটা দুনিয়া জুড়ে বহুজাতিক সংস্থাগুলো যে যন্ত্রাংশ বা দ্রব্য বিক্রি করে, বিশেষত যেগুলো তৈরি করতে প্রচুর শ্রম লাগে, সেগুলোকে তৈরি করা। ওইসব দেশে এই কাজগুলো বেশি বেশি করে মেয়েরাই পেল কারণ এই কাজগুলো ছিল মূলত অদক্ষ শ্রমিকের কাজ। এই কাজে উন্নতির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। মালিকরা চাইলেন মুখচোরা শস্তা শ্রমিক। এই শর্তগুলো গরিব তৃতীয় বিশ্বের মেয়েরা দারুণভাবে পূরণ করতে পারল। কম মাইনেতে কাজ করার চেয়েও তাদের সব কিছু মেনে নেওয়ার স্বভাবটা মালিকদের আরো আকর্ষণীয় লাগল। এই যে শিল্পগুলো চালু হলো, তাদের বলা হয় ভবঘুরে শিল্প। সাংঘাতিক গলাকাটা প্রতিযোগিতার বাজারে নেমে মালিকরা চাইল যে যখন যেখানে সুবিধে, সেখানে কারখানা চালু করে দিতে, আবার যখন ইচ্ছে সেই কারখানা তুলে পাত্তারি গুটিয়ে যে অঞ্চলে বা দেশে বাড়তি কোনো সুবিধে পাওয়া যাবে সেখানে রাতারাতি ওই রকমের অস্থায়ী ঘাঁটি গাড়তে। এই কাজের জন্য মেয়ে শ্রমিক, বিশেষ করে স্কুল শেষ করা তরুণীদের, আদর্শ মনে করা হলো। যে সব দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি রফতানি বাণিজ্যে